# আল জাজিরার নিকট বাংলাদেশের প্রত্যাশা

আ হ সা ন   মো হা ম্ম দ

কাতার থেকে ১৯৯৬ সালে সম্প্রচার শুরু করার পরপরই আল জাজিরা মধ্যপ্রাচ্যে দারুন জনপ্রিয়তা পায়। কিন্তু বিশ্বজুড়ে আল জাজিরার নাম ছড়িয়ে পড়ে এগারই সেপ্টেম্বরের পর। সন্ত্রাসবাদ বিরোধী যুদ্ধের নামে প্রথমে আফগানিস্তান ও পরে ইরাক আক্রমণের সময় চ্যানেলটি অত্যন্ত সাহসী ভূমিকা পালন করে এবং এ দুটি আগ্রাসনকালীন বর্বরতার প্রকৃত চিত্র বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরে। দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে পরিচালিত প্রতিবাদ-সংগ্রামকেও চ্যানেলটি যথার্থভাবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে আমেরিকা চ্যানেলটির বিরুদ্ধে নানামুখী পদক্ষেপ নেয়। সে সময় আল জাজিরার ইংরাজী ওয়েবসাইটটি ছিল আরব বিশ্বের বাইরে তার খবর প্রচারের প্রধান মাধ্যম। পেন্টাগনের হ্যাকারেরা কয়েকবার চ্যানেলটির ইংরাজী ওয়েবসাইট নষ্ট করে দেয় এবং তারা তা সগর্বে প্রচারও করে। মার্কিন অধিকৃত ইরাকে অনেকবার চ্যানেলটির কার্যক্রম বন্ধ করেছে সেখানকার মার্কিন প্রশাসন। তাছাড়া আমেরিকার পক্ষ থেকে ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্র কাতারকে বহুবার চাপ প্রয়োগ করা হয়েছে চ্যানেলটি বন্ধ করে দেবার জন্য। কিন্তু বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তির এ সকল ষড়যন্ত্র ও চাপকে উপেক্ষা করে আল জাজিরা তার অগ্রগতি অব্যাহত রেখেছে এবং বিশ্বের আগ্রাসন বিরোধী জনগোষ্ঠীর সমর্থন ও ভালোবাসা আদায় করে নিয়েছে। সম্প্রতি চ্যানেলটি একটি ইংরাজী সার্ভিস চালু করেছে যা আমাদের দেশ থেকেও দেখা যাচ্ছে। আল জাজিরার ইংরাজী সার্ভিস তার আগ্রাসনবিরোধী সংগ্রামে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

মূলতঃ তিনটি কারণে আল জাজিরা একদিকে সাম্রাজ্যবাদীদের রক্তচক্ষু ও অপরদিকে প্রতিবাদী জনগোষ্ঠীর ভালোবাসা কুড়িয়েছেঃ

১. আল জাজিরার কারণে আফগানিস্তান ও ইরাকে মার্কিন আগ্রাসন তার উদ্দেশ্য সফল করতে পারেনি। বুশের ইরাক বিজয়ের দাবী মিথ্যা বাগাড়ম্বড়ে পরিণত হয়েছে। আফগানিস্তানে ক্লাস্টার বোমার আঘাতে গ্রামের পর গ্রামকে তাদের অধিবাসীদেরসহ মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া, ইরাকে আমেরিকান সৈন্যদের দ্বারা বন্দী নির্যাতনে অভিনব নিষ্ঠুরতার উদ্ভাবন ইত্যাদি ঘটনা মানবাধিকার নিয়ে পশ্চিমাদের আগ্রহকে নিছক ভন্ডামী প্রতিপন্ন করেছে। তাছাড়া চ্যানেলটির কারণে বিবিসি ও সিএনএন এর মত বিশ্বখ্যাত মিডিয়াগুলোর প্রকৃত চেহারা বিশ্ববাসীর সামনে বেরিয়ে পড়েছে। ইরাক আক্রমণ করার সময় আমেরিকা প্রশিক্ষিত সেনাবাহিনীর সাথে প্রশিক্ষিত সাংবাদিকদেরকেও ইরাকে নিয়ে যায় যাতে একই সাথে সামরিক ও তথ্য আগ্রাসন উভয়ই চালানো যায়। কিন্তু আল জাজিরার কারণে এ প্রচেষ্টা অনেকটাই ভন্ডুল হয়ে যায় এবং পাশ্চত্য মিডিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

২. পূর্বে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে অবাধ তথ্য প্রবাহের কোন ব্যবস্থা ছিল না। স্যাটেলাইট টেলিভিশন চালুর আগে আরব বিশ্বের জনগণের জন্য তথ্যের জন্য রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত মিডিয়ার উপর নির্ভর করতে হতো। জনগণ সেগুলো যে বিশ্বাস করতো তা নয়, কিন্তু বিবিসির আরবী সার্ভিস ছাড়া তার বিকল্পও ছিল না। স্যাটেলাইট চ্যানেল চালুর পর এমবিসির মত বেশ কিছু লন্ডন ভিত্তিক সৌদী মালিকানাধীন রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণমুক্ত চ্যানেল তারা দেখার সুযোগ পায় বটে, কিন্ত সেগুলি ছিল বিনোদনমূলক, তথ্যের চাহিদা তাতে মিটতো না। আল জাজিরার পূর্বে এ সকল দেশের জনগণের জন্য তথ্যের মূল দুটি উৎস ছিল -

সরকার নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যম ও বিবিসির আরবী সার্ভিস। উভয়েই ইঙ্গ-মার্কিন স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করতো। এই মিডিয়াগুলো আরবদের প্রকৃত সমস্যাগুলোকে পাশ কাটিয়ে তাদের মধ্যে বিভেদ-বিসম্বাদ তৈরীর কাজে ব্যস্ত থাকতো বেশী। আল জাজিরা, বিশেষ করে এর আরবী সার্ভিস, আরব রাষ্ট্রসমূহের অভ্যন্তরীণ ও আঞ্চলিক রাজনীতি নিয়ে খোলামেলা আলাপ আলোচনার সূত্রপাত করে। আরব দেশসমূহের জনগণ তাদের মধ্যকার বিভেদের প্রকৃত কারণ যে তাদের সরকার সমূহের আন্তর্জাতিক মুরুব্বীরা সে সম্পর্কে ক্রমই সচেতন হয়ে উঠতে থাকে। তাছাড়া এ সকল দেশে এতোদিন যাদেরকে জোর করে নিষিদ্ধ করে রাখা হয়েছিল, আল জাজিরা সীমিত পরিসরে হলেও তাদের কথা সাধারণ জনগণকে জানানোর সুযোগ করে দেয়। এর মধ্যে রয়েছে মুসলিম ব্রাদারহুড সহ বিভিন্ন ইসলামি আন্দোলন যাদেরকে স্বৈর সরকারসমূহ দীর্ঘদিন ধরে নিষিদ্ধ করে রেখেছে। ফলে আরব বিশ্বে অবাধ তথ্য প্রবাহের সূচনা ঘটে এবং আরব জনগনের জন্য নিজেদের স্বার্থ উপলব্ধি করে ঐক্যবদ্ধ হবার পরিবেশের সূচনা হয়। তাছাড়া আরব জনগন, যাদেরকে বহির্বিশ্বে সন্ত্রাসী, মুর্খ ও নির্বোধ হিসাবে প্রচার করা হয়, তাদের মতামত, দৃষ্টিভঙ্গী, জীবনযাত্রা, সংগ্রাম - ইত্যাদি বাইরের পৃথিবীকে জানানোর ব্যবস্থাও আল জাজিরা করে দেয়।

৩. মাহথির মুহাম্মদ বলেছিলেন যে বর্তমান বিশ্ব নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে তিনটি জিনিস দ্বারা - সমরাস্ত্র, মিডিয়া ও অর্থ। এই তিনটি জিনিসের উপরেই পাশ্চাত্য তাদের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে এবং যে কোন মূল্যে তারা তা ধরে রাখতে চায়। আল জাজিরার আত্মপ্রকাশ মিডিয়ার উপর পাশ্চাত্যের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণকে ভালোভাবেই চ্যালেঞ্জ করতে সক্ষম হয়েছে।

এ সকল কারণে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে যারা সামাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার, আল জাজিরার তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ও ভালোবাসা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে। তবে চ্যানেলটির কিছু কিছু ভূমিকা তাদের মধ্যেও প্রশ্ন জাগিয়েছে।

১. আল জাজিরা বিভিন্ন সময়ে এমন কিছু বিষয় প্রচার করেছে যা বুশ প্রশাসনের পক্ষে পরোক্ষভাবে কাজ করেছে বলে অনেকে মনে করেন। ২০০৪ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পূর্বে টিভি চ্যানেলটি উসামা বিন লাদেনের কয়েকটি ভিডিও ও অডিও টেপ প্রচার করে। তাতে একদিকে যেমন আমেরিকার বিরুদ্ধে আল কায়েদার যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার ছিল তেমনি আমেরিকানদের প্রতি বিন লাদেন আহ্বান জানিয়েছিলেন বুশকে ভোট না দেবার। এর ফলাফল বুশের পক্ষে গিয়েছিল। ইরাক দখল, ইরানের পারমাণবিক ইস্যু, সিরিয়া কিংবা লেবাননের সাথে ইসরাইলের দ্বন্দ্বের সময় উক্ত মুসলিম দেশগুলো যখন বিশ্বের অন্যান্য দেশের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করে, তখনই দেখা যায় আল জাজিরা আল কায়েদার কোন নেতার অডিও কিংবা ভিডিও টেপ প্রচার করে যাতে আমেরিকা ও ইসরাইলের মত পশ্চিমের অন্য দেশের প্রতিও শত্রুতামূলক বক্তব্য থাকে। ফলে দ্রুত আন্তর্জাতিক বিশ্ব বিপদে পতিত মুসলিম দেশটির থেকে সমর্থন তুলে নিতে থাকে।

২. পাশ্চাত্য মিডিয়ার একটি পুরানো কৌশল হচ্ছে, যাদেরকে তারা তৃতীয় বিশ্ব বলে থাকে তাদের দারিদ্র পীড়িত হীন রূপটি তারা বড় করে প্রচার করে। এর ফলে এই সকল রাষ্ট্রের জনগণের মধ্যে নিজ জাতিকে নিয়ে হীনমন্যতা সৃষ্টি হয়। তাদের এলিট শ্রেণী নিজ দেশের বিরুদ্ধে কাজ করাকে গৌরবের মনে করে। আরব বিশ্বের ক্ষেত্রে আল জাজিরা এ ধরণের ভূমিকা না রাখলেও অন্যান্য মুসলিম দেশের, বিশেষ করে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তার দৃষ্টিভঙ্গী সাম্রাজ্যবাদী মিডিয়াগুলো থেকে ভিন্ন বলে মনে হচ্ছে না। সম্প্রতি চ্যানেলটি বাংলাদেশের উপর বেশ কয়েকটি প্রতিবেদন প্রচার করে। দুই-একটি বাদে সকল

প্রতিবেদনে ছিল সাম্রাজ্যবাদী মিডিয়ার নেতিবাচকতার ছাপ। মার্চের শেষ দিকে একটি প্রতিবেদন প্রচার করা হয় বাংলাদেশের জনশক্তি রফতানী নিয়ে। প্রতিবেদনটির ভূমিকা ছিল এ রকম, 'বৃটেনে দাসপ্রথা বন্ধ হয়েছে ১৮৩৩ সালে। কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এখনও এ ধরণের ব্যবস্থা চলে আসছে। বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলির অন্যতম বাংলাদেশে কিছুটা ভিন্ন আঙ্গিকে এখনও এ প্রথা বিদ্যমান'। তারপর দেখানো হলো মালেশিয়ায় বাংলাদেশী শ্রমিকদের দুরাবস্থা, রিক্রুটিং এজেন্সীগুলোর দ্বারা তাদের নিকট থেকে অত্যাধিক হারে অর্থ নেয়া এবং বিদেশে তাদের দুরাবস্থার চিত্র। প্রবাসে কাজের জন্য বৈধ ও অবৈধ পথে যাওয়া এবং সে যাত্রায় অবর্ণনীয় দুর্ভোগ পোহানোর ঘটনা শুধু বাংলাদেশীদের ক্ষেত্রে ঘটে না, বরং এটি একটি বৈশ্বিক সমস্যা। এ সমস্যা যেমন রয়েছে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানের মত দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলোতে তেমনি রয়েছে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ, আরব দেশগুলো, রাশিয়া এমনকি দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশেও। তাছাড়া কাজ করার জন্য বিদেশে পাড়ি জমানোর সাথে দাসপ্রথার মিল কোথায়? বাংলাদেশকে নিয়ে ধারাবাহিক প্রতিবেদনের আরেকটিতে দেখানো হয় পাবনার পাগলা গারদ। সাংবাদিক টনি বার্টলে এতোকিছু রেখে বাংলাদেশের পাগলা গারদকে নিয়ে কেন মেতে উঠলেন তা বোধগম্য নয়। অবশ্য তাঁর উদ্দেশ্য যদি হয় বাংলাদেশের দরিদ্র ও হীন রূপটি ফুটিয়ে তোলা তাহলে বলার কিছু নেই।

৩. বাংলাদেশের জঙ্গী দমন সংক্রান্ত খবর চ্যানেলটি যেভাবে পরিবেশন করে তা অনেককে উদ্বিগ্ন করেছে। শায়খ আব্দুর রহমানকে যখন গ্রেফতার করা হয় তখন তাকে বর্ণনা করা হয় মুসলিম নেতা হিসাবে। চ্যানেলটি সে সময়ে তার ওয়েবসাইটে এ সংক্রান্ত খবরের শিরোনাম দেয়, Bangladesh Muslim group chief held অর্থাৎ, 'বাংলাদেশের মুসলিম গ্রুপ প্রধান আটক'। আল জাজিরা কি বাংলাদেশের মুসলিম ও সন্ত্রাসীর মধ্যে কোন পার্থক্য বুঝতে পারছে না? ছয় জঙ্গী নেতার ফাঁসি জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের কয়েক বছরের সংগ্রামের সাফল্যের পূর্ণতা এনে দিয়েছে। বাংলাদেশ সম্ভবতঃ পৃথিবীর একমাত্র দেশ যেখানে শীর্ষ জঙ্গী নেতাদেরকে গ্রেফতার করে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝোলানো সম্ভব হয়েছে। চ্যানেলটি এ বিষয়ে রিপোর্ট করতে গিয়ে এমন সব ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার প্রচার করে যারা দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশকে উগ্র সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র হিসাবে বিদেশে প্রচার করে আসছে, এমনকি প্বার্শবর্তী দেশে গিয়ে তাদের ক্ষমতাশীনদের নিকট দাবী করে এসেছে বাংলাদেশে সামরিক আগ্রাসন চালানোর। ২রা এপ্রিল টনি বার্টলে ঢাকা থেকে যে রিপোর্টটি করেন তাতে শাহরিয়ার কবীরের সাক্ষাৎকার প্রচার করা হয়। বলা হয় বাংলাদেশে ৫০,০০০ 'ইসলামি যোদ্ধা' রয়েছে। আল জাজিরা জানিয়েছে শাহরিয়ার কবীর নাকি বাংলাদেশের মাদ্রাসাগুলোকে জঙ্গীবাদী তৈরীর জন্য বিদেশ থেকে যে অর্থ আসছে সে অর্থের উৎস নিয়ে ব্যাপক তদন্ত চালিয়েছেন এবং তিনি দেখতে পেয়েছেন যে মাদ্রাসাগুলো আল-কায়েদা ও অন্যান্য গ্রুপগুলোর সদস্য সংগ্রহ ক্ষেত্র হিসাবে কাজ করে। প্রতিবেদনটিতে এমন একজন অর্থনীতিবিদের সাক্ষাৎকার নেয়া হয় যাকে ঘন ঘন একটি রাজনৈতিক দলের সভা-সেমিনারে দেখা যেতো। তিনি দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা করছেন বাংলাদেশের ধর্মপ্রবণ মানুষেরা যাতে কোন ধরণের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত না হতে পারে সে ব্যবস্থা করার জন্য। তাঁর কথার সূত্র ধরে আল জাজিরা জানিয়েছে, 'বাংলাদেশের ৬৪,০০০ মাদ্রাসা ইসলামি উগ্রপন্থার লালন ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে'। আল জাজিরাকে বিশেষজ্ঞরা নাকি জানিয়েছেন যে ইসলামি উগ্রপন্থী গ্রুপগুলো বাংলাদেশের অর্থনীতির সকল সেক্টরে ঢুকে পড়েছে। বাংলাদেশের ধর্মপ্রবণ মানুষ, মূল ধারার ইসলামি রাজনীতি, ইসলামি সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যক্তি ও সংগঠনগুলো যে জঙ্গী দমনে অনন্য ভূমিকা রেখেছে সে বিষয়টি রিপোর্টগুলোতে একবারেই উপেক্ষিত হয়েছে। শুধু বলা হয়েছে যে ধর্মভিত্তিক দলগুলো প্রকাশ্যে বলে আসছে যে তারা বাংলাদেশের ইসলামি রাষ্ট্র ও শরীয়া চায় তবে এজন্য সহিংসতার আশ্রয় নিতে তারা প্রস্তুত নয়। (Religious parties

openly say they want an Islamic state and sharia in Bangladesh but are not prepared to use violence to obtain them). এখানে পাকিস্তানের উপরে একটি প্রতিবেদনের সাথে উক্ত প্রতিবেদনের তুলনা করলে বোঝা যাবে আল জাজিরা বাংলাদেশ ও পাকিস্তানকে এক দৃষ্টিতে দেখছে না। দেশটিতে একটি মাদ্রাসার শিক্ষক কয়েকদিন আগে অশ্লীলতা ছড়ায় এধরণের ভিডিও সিডি পোড়ানোর ডাক দেন। পাকিস্তান থেকে আল জাজিরার প্রতিনিধি কামাল হায়দার এ বিষয়ে রিপোর্ট করার সময় বার বার জানিয়ে দিচ্ছিলেন, এ ঘটনার সাথে ধর্মীয় রাজনৈতিক দলগুলোর কোন সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ তিনি বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন এ ঘটনা যারা ঘটিয়েছে তারা পাকিস্তানের মুসলমানদের তো প্রতিনিধিত্ব করেই না, এমনকি সেখানকার ধর্মীয় দলগুলোও একে সমর্থন করে না।

দেখা যাচ্ছে, আগ্রাসনবিরোধী স্বাধীনচেতা জনগোষ্ঠীর জন্য আল জাজিরা নতুন আশার সঞ্চার করলেও বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তার ভূমিকা সাম্রাজ্যবাদী মিডিয়া থেকে ভিন্ন কিছু হচ্ছে না। এর প্রধান কারণ সম্ভবতঃ বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত স্থানীয় সূত্রগুলি। হামিদ কারযাইদের অভাব বাংলাদেশে নেই। তাদের অনেকেই আবার মিডিয়া জগত নিয়ন্ত্রণ করছেন। আল জাজিরাকে সতর্ক থাকতে হবে যেন চ্যানেলটি বাংলাদেশের হামিদ কারযাইদের মাউথপিস না হয়ে যায়। এজন্য বাংলাদেশের আগ্রাসন বিরোধী চিন্তাবিদগণকে সামনে এগিয়ে নিয়ে আসতে হবে। তাছাড়া মুসলিম বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের জনগণ পর্যায়ে যোগাযোগের ক্ষেত্রে আল জাজিরা, বিশেষ করে এর ইংরাজী চ্যানেলটি, গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্জন, এর সংস্কৃতি, জনগণের জীবনযাত্রা ইত্যাদিকে ইতিবাচকভাবে পৃথিবীর সামনে উপস্থাপন করতে হবে। আগ্রাসনবিরোধী সংগ্রামে আগ্রাসনকবলিত জনগোষ্ঠীর জাত্যাভিমানের চেয়ে বড় অস্ত্র আর নেই।